অতিকৃষ্ণবর্ণ কাকপক্ষ যুক্তা মৃগনয়না বিম্বোষ্ঠী মধ্যক্ষীণা হংস গমনা অতি সুন্দরী এক কন্যাক দেখিয়া রায়ের নন্দন তাহার উপর আসক্ত হইয়া দেবতার পদতলে মস্তক রাখিয়া স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন ও পরমেশ্বর যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে তোমার সাক্ষাতে আপন মস্তক বলি দিব ৷ তাহার পর সে কন্যার পিতার নিকটে ঘটকের দ্বারা বাক্য প্রেরণ করিলেন যে আমি তোমার কন্যাকে বেবাহ করিতে চাহি ৷ ঘটক এই কথা পিতার নিকটে কহিলেক কন্যার পিতাও তাহাতে সম্মত হইয়া আপন জাতির দ্বারা আর শাস্ত্রমত রায়ের পুত্রের সহিত কন্যাব বিবাহ দিলেন ৷ পরে রায়ের পুত্র সে কন্যা সুদ্ধা আপন বাটীতে যাইয়া দুই জনে একত্র থাকিলেন কএক দিবস পরে কন্যার পিতা কন্যাকে আর জামাতাকে আপন বাটীতে আনিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইলেন ৷ পরে রায়ের নন্দন এই সমাচার পাইয়া সস্ত্রীকে হইয়া এবং আপন সত্তাসদ্ এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন ৷ যখন সে দেবতার প্রাসাদের নিকট পঁহুচিলেন তখন রায়ের পুত্রের মনে হইল যে আমি এই দেবতার নিকটে কবুল্ করিয়াছিলাম যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে আমি আপন মস্তক বলি দিব কিন্তু কন্যা আমাকে বিবাহ করিয়াছে অত এব আমার মস্তক বলি দেওয়া উচিত ৷৷

ইহা বিবেচনা করিয়া রায়ের নন্দন একাকী সে মন্দিরমধ্যে

প্রবেশ করিয়া আপন মুণ্ড ছেদন করিলেন এবং সে মুণ্ড দেবতার পদে রাখিলেন। তারপর সভাসদ সে ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে যাইয়া রায়ের নন্দনের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া বড় ভীত হইলেন যে সকলে কহিবেক এই ব্রাহ্মণ কন্যার লোভে রায়ের বালককে নষ্ট করিয়াছে অতএব এখন পরামর্শ এই যে আমিও আপন মস্তক কাটিয়া ফেলি ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ আপন শিরঃচ্ছেদন করিয়া সে দেবতার চরণের নিকট পড়িলেন। মুহূর্ত্তেক পরে কন্যা স্বামির বাহির হওনের বিলম্ব দেখিয়া আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন স্বামির ও ব্রাহ্মণের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে এ কি আপদ্ পথমধ্যে আমার উপস্থিত হইল যে স্বামির এমত দশা তবে আমার জীবনেতে আর ফল নাই আমিও আত্মমস্তক ছেদন করিয়া স্বামির সহিত দাহ হইব ইহা বলিয়া আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে সে দেবতা হইতে এই শব্দ নির্গত হইল যে ও কন্যা তুমি আত্ম মস্তক ছেদন করিও না কিন্তু কাটা মস্তক উঁহারদের শরীরের সহিত শীঘ্র সংলগ্ন কর তবে উঁহারা জীবন পাইবেক। কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র বড় ব্যস্তা হইয়া স্বামির মস্তক ব্রাহ্মণের দেহেতে আর ব্রাহ্মণের মুণ্ড স্বামির শরীরে সংযোগ করিলেন এবং সংযোগ হবামাত্র দুইজন প্রাণ পাইয়া স্ত্রীর সাক্ষাতে দাঁড়াইলেন। পরে রায়ের পুত্রের শরীরে আর ব্রাহ্মণের মস্তকে মহা কলহ উপস্থিত হইল মস্তক বলে আমার পত্নী আমি লইব শরীর কহে এ স্ত্রী আমার আমি পাইব॥

তোতা এই কথা যখন খোজেস্তাকে অবগত করিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী যদি তুমি তোমার প্রিয়তমের বুদ্ধি বিবেচনা করিতে চাহ তবে তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও যে এ কন্যা কে পাইবেক তিনি যদি সুবোধ হন তবে যথার্থ বলিতে পারিবেন নতুবা অপ্রকৃত কহিবেন ৷ খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে প্রথম আমাকে কহ যে সে কন্যা কে পাইবে তোতা কহিলেক যেও কর্ত্রী তবে শুন মস্তক জ্ঞানের স্থান এবং শরীরের প্রধান অত এব বাবলের রায়ের মস্তক যে দেহে আছে সেই দেহ কন্যাকে পাইবেক ৷৷

যখন খোজেস্তা এই উপাখ্যান শুনিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুককুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এই কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন রহিত হইল ৷৷

---

## ৷৷ নবম ইতিহাস ৷৷

### এক রাজা এক সওদাগরের কন্যা গ্রহণ করেন নাই তাহার কথা ৷৷

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বড় লজ্জিতা হইয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন জ্ঞানবানেরা কহিয়াছেন যে নারী লজ্জান্বিতা নয় সে নারী অন্য২ স্ত্রী লোকেরদেরহইতে মন্দ হয় অত এব এখন আমি পরপুরুষের নিকট

না যাই আপন বাটীতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি কেননা এ সকল নির্লজ্জের ব্যাপার ৷ তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী যাহা আজ্ঞা করিতেছ তাহা প্রকৃত বটে কিন্তু এই ভয় করি যদি সহিষ্ণু হইয়া থাক তবে পাচে রাজার ন্যায় কষ্ট পাও এবং পীড়িতা হও ৷ খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলনে যে রাজার কষ্টের কথা কি রূপ তাহা কহ ৷ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷৷

এক নগরে এক সয়দাগর তাহার প্রচুর ধন সামগ্রী তুরঙ্গ হস্তী এবং এক সুন্দরী কন্যা ছিল সে কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ হইয়া সেই ২ দেশীয় সল্লোকেরা ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষাতে সয়দাগরের নিকট আসিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন কিন্তু সয়দাগর এ কথাতে সম্মত হইলেন না ৷ যখন কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইল তখন এক দিবস সয়দাগর এক লিপি সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইলেন যে আমার কন্যা অতিসুন্দরী চন্দ্রবদনা মৃগনয়না অতি স্বচ্ছবর্ণ কুন্তলযুক্তা গজেন্দ্রগমনা তাহার অমৃতের ন্যায় ভাষা শুনিয়া পক্ষীরা অজ্ঞান হইয়া মুগ্ধ হয় কন্যা রাজীর উপযুক্তা যদি মহারাজা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন তবে আমার বড় পৌরুষ আর সম্মান বৃদ্ধি হয় ৷ রাজা এই পত্র পড়িয়া এবং তদ্ভ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইয়া মনে বিচার করিলেন যখন যে ব্যক্তির প্রাক্তন ভাল হয় তখন সে ব্যক্তির সকল উত্তম বস্তু আপনাহইতে তাহার নিকট উপস্থিত হয় ৷ ইহা বুঝিয়া আপনার বিশ্বস্ত পাত্র চারি জন ছিল তাহারদিগকে

কহিলেন তোমরা সয়দাগরের বাটী যাও যদি সয়দাগরের পুত্রী আমার উপযুক্তা দেখ তবে আমার নিকটে তৎক্ষণাৎ আনিও ৷ তার পর পাত্রেরা সয়দাগরের গৃহে পঁহুছিয়া তাহার কন্যার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞান হত হইল কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে স্থির হইয়া ঐ চারিজন পরামর্শ করিলেন যদি রাজা এমত সুন্দরী স্ত্রীকে দেখেন তবে ক্ষিপ্ত হইয়া দিবারাত্রি কন্যার নিকটে থাকিয়া রাজ কর্ম্মে মনোযোগ করিবেন না অত এব সকল কর্ম্ম নষ্ট হইবেক পাত্রেরা ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার রাজ সন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কন্যা অতিসুন্দরী নহে তাহার মত সুন্দর স্ত্রী রাজবাটীতে আছেন এই নিমিত্তে আনিলাম না ৷ রাজা পাত্রেরদের কথা শুনিয়া কহিলেন তোমরা যে রূপ কহিলে সে রূপ যদি হয় তবে সে কন্যাকে আমি চাহি না পরে রাজা কন্যাকে বিবাহ না করাতে সয়দাগর মনোদুঃখিত হইয়া কন্যাকে ঐ নগরের কোটালের সহিত বিবাহ দিলেন পরে কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক আমি এমত রূপবতী কিন্তু রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না এ বড় আশ্চর্য্য ৷৷

পরে এক দিবস রাজা কোটালের বাটীর দিগে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন এই কালে সে কন্যা আপনার রূপ লাবন্য প্রকাশ করিয়া আপন অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়াছিল ৷ রাজা তাহাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া সেই বাটীর নিকটস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন এ কন্যা কে বটে তাহারা কহিলেক মহারাজ ফলানা সয়দাগরের কন্যা

ইহাঁকে কোটালে বিবাহ করিয়াছে। রাজা এই সমাচার শ্রুত হইয়া সে পাত্রগণকে ডাকাইয়া কহিলেন যে তোমরা এমত সুন্দরী কন্যাকে মিথ্যা করিয়া আমার নিকট কুরূপা কহিয়াছিলা ইহাতে তোমারদের বড় অপরাধ হইয়াছে। অনন্তর পাত্রেরা উত্তর করিলেক যে শুন মহারাজ আমরা কন্যার অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিলাম যদি এ কন্যাকে রাজার নিকটে লইয়া যাই তবে ইহাকে রাজা দেখিবামাত্র রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্ত হইবেন একারণ মিথ্যা কহিয়াছিলাম। রাজা পাত্রেরদের এই কথা পসন্দ্ করিয়া কহিলেন তোমরা এক প্রকার ভাল করিয়াছিলা বটে কিন্তু আমি কন্যাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়াছি। রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা রাজাকে কহিলেক মহারাজ সে স্ত্রীকে প্রথম কোটালের স্থানে চাহ যদি সে না দেয় তবে বলের দ্বারা লইবেন। রাজা উত্তর করিলেন যে আমি রাজা এমত কার্য্য আমার করা উচিত নহে কেননা এ অতি অবিচার আর দৌরাত্ম্য প্রজাকে ও ভৃত্যকে পীড়া দিয়া রাজধর্ম্ম নহে পরে রাজা সে স্ত্রীর কারণ ভাবিয়া২ কএক দিবসের মধ্যে পীড়িত হইয়া যথোচিত কষ্ট পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন॥

তোতা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আমার পরামর্শ নহে যে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক অতএব এক্ষণে তুমি উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ কর যদি সাক্ষৎ না কর তবে তুমি রাজার ন্যায় পীড়াতে কষ্ট পাইবা পরে

খোজেস্তা গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুককুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না ॥

---

## ॥ দশম ইতিহাস ॥

### এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে তারাগণের সহিত চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা জরির সাটী বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা আমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রের সময় বন্ধুর সমীপে যাইতে চাহি অত এব এই সময় যে ইতিহাস থাকে তাহা কহ ৷ তোতা ইহা শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক ॥

এক সহরে এক ধনবান্ সয়দাগর ছিল কিন্তু তাহার সন্তান ছিল না একারণ সয়দাগর এক দিবস অন্তঃকরণে স্থির করিলেন যে পৃথিবীতে আসিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আমার সন্তান নাই আমার মৃত্যু হইলে পর এই ধনকে ভোগ করিবেক অত এব এই সকল ধন ফকির আর গরিব ও অনাথেরদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য ৷ সয়দাগর ইহা পরামর্শ স্থির করিয়া আপনি সমস্ত ধন দান করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন নিদ্রার স্থাতে এক স্বপ্ন দেখিলেন

যে এক ব্যক্তি কহিতেছে ও ধনী আমি তোমার প্রাক্তন তুমি অদ্য সমস্ত ধন ফকিরেরদিগকে দিয়াছ তোমার সংসারের খরচ কি প্রকার চলিবেক ইহা ভাবিয়া কিছু রাখ নাই এই হেতু আমি তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াছি। কল্য আমি বিপ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার নিকট যখন আসিব তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিবা আমিও সে যষ্ট্যাঘাতে ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবামাত্র আমার শরীর স্বর্ণ হইবেক সে কালে তুমি আমার শরীর ছেদন করিয়া স্বর্ণ লইবা তাহার পর যেমত আমার অবয়ব সেরূপ হইবেক ॥

দ্বিতীয় দিবস এক নাপিত সয়দাগরকে কামাইতেছিল এই কালে সে প্রাক্তনের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পঁহুছিল পরে সয়দাগর গাত্রোত্থান করিয়া কএক বার তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিলেন ব্রাহ্মণ সে যষ্ট্যাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া স্বর্ণ হইল। নাপিত দেখিলেক একারণ সয়দাগর তাহাকে কএক মুদ্রা দিয়া নিষেধ করিলেক যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না। নাপিত ইহা দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে ব্রাহ্মণকে যষ্ট্যাঘাত করিলে স্বর্ণ পায়। নাপিত ইহা ভাবিয়া আপন গৃহে পঁহুছিয়া কএক বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া তাহারদের শীরেতে এমত এক যষ্ট্যাঘাত করিলেক যে তাহারদের মস্তক চূর্ণ হইয়া রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল তাহারাও যষ্ট্যাঘাত হইবামাত্র চিচকার শব্দ আরম্ভ করিলেক সে শুনিয়া বিস্তর লোক একত্র হইয়া নাপিতকে সে দেশের বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া

গেল ৷ বিচারকর্ত্তা নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্য বিপ্রেরদিগকে যষ্ঠ্যাঘাত করিয়াছ নাপিত উত্তর করিলেক যে আমি এক সয়দাগারের বাটীতে গিয়াছিলাম সে সয়দাগারের নিকট এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল পরে সয়দাগার সে ব্রাহ্মাকে কএক বার যষ্ঠ্যাঘাত করিলেক তাহাতে সে ব্রাহ্মণের প্রাণ ত্যাগ হইল এবং তাহার শরীর স্বর্ণ হইল ৷ ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিলাম যদি আমি ব্রাহ্মণেরদিগে বড় যষ্ঠ্যাঘাত করি তবে আমি অধিক স্বর্ণ পাইব ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরদিকে মারিয়াছি কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ স্বর্ণ হইল না কেবল কলহ উপস্থিত হইল ৷ বিচারকর্ত্তা ইহা শুনিয়া সে সয়দাগারকে ডাকাইয়া কহিলেন ও সয়দাগার শুন এই নাপিত কি কথা কহিতেছে সয়দাগার উত্তর করিলেন এই নাপিত আমার চাকর ছিল কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াছে ৷ বিচারকর্ত্তা সয়দাগারের কথায় প্রত্যয় করিয়া নাপিতকে খেদাইয়া দিলেন ৷৷

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন করুণ ৷ পরে খোজেস্তা গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্য কুককুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না ৷৷

৷৷ ইতি তোতইতিহাসের প্রসঙ্গ সমাপ্ত ৷৷

॥ চতুর উপাখ্যান শ্রী বিক্রমাদিত্যের বত্রিস পুত্তলিকা সংগ্রহহইতে ॥

একাদশী পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব থাকে। ভোজ রাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব ॥

পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্র পুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণুলক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্বে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প

করেন ৷ অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব ও দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয় ৷ অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয় ৷ ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায় ৷ অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হইবে ৷ এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে২ অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নির্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না ৷ এই রূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষ মূল গৃহ পত্র ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধন গর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয় ৷৷

এই রূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন ৷ নানা দেশ ভ্রমণ করিতেই মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন ৷ সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণাস্বরে রোদন শুনিলেন ৷ অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিল ৷ গ্রামস্থলোকেরা

কহিল আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি ॥

অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন ৷ রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ যোগ পাদুকারোহণ করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আইলেন ৷ তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে২ ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন ৷ অনন্তর যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে খড়্গহস্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ৷ তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রাক্ষস দয়ারহিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে করাঘাতে তাড়ন করিতেছে ৷ রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভর্ত্সনা করিয়া কহিলেন রেরে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রীলোককে তাড়ন করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর ৷ রাজার এই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল রাজা কিঞ্চিৎ কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া খড়্গে রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন ৷

অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্ত্বিকস্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া সর্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান যেমত দেন তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণ দান দিলেন ৷ আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্যে করিয়া দিতাম ৷ এই রূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন ৷ অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন আজিঅবধি আপনি আমাকে আত্মদাসীর ন্যায় জানুন নব শত স্বর্ণ কলস পূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন ৷ রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং এ স্ত্রীকে ও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন ৷৷

এই কথা একাদশীপুত্তলিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া কহিলেন হে ভোজ রাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ শুনিলা যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে আস সিংহাসনে বস ৷ ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন ৷

৷৷ ইতি একাদশী কথা সমাপ্তা ৷৷

## ॥ অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান করিল। হে ভোজরাজ শুন ॥

এক দিবস সামুদ্রক শাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষ মূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদচিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর প্রান্ত গমন করিবে এই সন্দেহেতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বসিয়াছেন। ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এপদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষন্নবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়াছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষন্নবদন

দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথা বা কেন বসিয়াছ বিষন্নবদন বা কেন ৷ পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি ৷৷

রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে ৷ পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে ৷ রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম ৷ পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ ৷ রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্য বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থার্থাবধারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণ রূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি ৷ রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালমূলাদিতে কাকপদ

চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষ্মাকেও নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র ॥

রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুমূলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রক শাস্ত্রার্থ তত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে ? পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না ? রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে ? পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীর ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষর শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকিবে ? রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসার রূপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছেন ? তোমার ও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুর মন্ত্র জাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারণ করিয়া তৎ প্রত্যক্ষ কি প্রয়োজন ৷ পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থ সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন ৷৷

অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত ৷ শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন ৷৷

৷৷ ইত্যষ্টাবিংশতি কথা ৷৷

---

৷৷ ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ৷৷

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন ৷৷

এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশহইতে রাজসাক্ষাৎকার কারণ

আসিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর ৷ দ্বারি বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল ৷ রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন ৷ বৈতালিক শত২ স্বর্ণযষ্টিক কর্ত্তৃক সাবধানী কৃত হইয়া রাজসভা প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভা বিন্যাস পরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচক্ষণ শত২ ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানা বিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত বর্গবেষ্টিত শ্বেতচামর বীজিত বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতচ্ছত্রোপসেবিত এতৎ সিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধান পূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই ৷ বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন ৷৷

বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে

না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাবা উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজা ধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজন রক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধ স্থানে প্রস্থান করিব। এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন॥

ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজসাক্ষাৎহইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থানহইতে আকাশ পথে গমন করিলেন। ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎকালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকা প্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজ সভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন

করিলেন। হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীবলোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহ ত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অতএব সম্প্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না ॥

রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্ম্ম সংস্থাপনই কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কামকার ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা হয় বটে কিন্তু এই মনুষ্য শরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবেকাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্ন সাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য। বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ এবং যেমন স্বামুপার্জ্জিত ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামি মরণেতে ভার্য্যার মরণ

এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামী শরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহ সিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তি রূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না। ইহার দৃষ্টান্ত এই মণিমন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আধিক্য কর্ত্তা অতএব মহারাজ লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয়। যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জল প্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়॥

মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। রাজা পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘ কালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জল মধ্যে প্রবেশ করে তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে

ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারা পরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্যলোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রি বর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল। তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখাগিয়া॥

ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘোত্তর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরমধার্ম্মিকতাদি গুণ প্রশংসা যত করে সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে আমি অনেক ক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া

কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে ৷ পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন ॥

রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পঞ্চ মহিষীর কর গ্রহণ করিয়া সভা স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই ৷ ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজ সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজা ধিরাজ আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে পাণ্ড্য দেশ রাজপ্রেরিত নানা বিধ ধন সঞ্চয় শত ২ হস্তি ঘোটকাদি উপঢৌকন সামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল ৷ শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন ৷ ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত ৷ শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন ॥

॥ ইতি ঊনত্রিংশ কথা সমাপ্তা ॥

## ॥ একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ॥

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যে বিক্রম নৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর ॥

এক দিবস প্রাপসত্ত্বগ্রামহইতে বাণিজ্য করিবার কারণ এক বণিক্ পুত্র অবন্তী নগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তী নগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নাম ভয়ে সে দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যআপনি লন ৷ পুত্রের মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বণিক্ দারিদ্র নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন ৷ গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বণিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিল এ কি দ্রব্য ইহাঁর মূল্য বা কি ৷ গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিক্ কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র দশ সহস্র মুদ্রা ইহার মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে তৎক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন ৷ এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি

উপগত হউন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন ৷ এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল রাজকীয় দূতেরা রাজ সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ৷ রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লোহময়ী দারিদ্র প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন ৷৷

অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন ৷ রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাতঃ রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন ৷ লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন তবে যাউন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না ৷ এই বাক্য শুনিয়া রাজ লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিক গুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্যহইতে চলিত হইলেন না ৷ তৎপর সাক্ষাৎসন্তোষ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন ৷ রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর ৷ সন্তোষ কহিলেন আমি

বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র পুরুষ গ্রহন করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরশ্ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব ॥

রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞতা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হবামাত্রে সত্যগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্ম নিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট ধার্ম্মিক পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাকে থাকিলাম ৷ তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন ৷ একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র ৷ শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন ॥

॥ ইতেকত্রিংশ পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা ॥

॥ চতুর কথা পুরুষপরীক্ষে সংগ্রহহইতে ॥

॥ অথ দয়াবীর কথা ॥

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের উপকারক তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় ৷ তাহার বিবরণ এই ॥

কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর তাহাতে অলাবুদ্দীন নামে এক যবনরাজ ছিল সে এক সময় কোনহ কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল ৷ মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া এই চিন্তা করিল যে সক্রোধ নরপতিতে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে ৷ তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজা এবং সূচক ও সর্প ইহারা কখন বিশ্বাসযোগ্য হয় না যে হেতুক সম্ভ্রম দর্শন করাইয়া নষ্ট করে তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না অতএব যাবৎ আমি বদ্ধ না হই তাহার মধ্যে সম্প্রতি কোন স্থানে গিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করি এই বিবেচনা করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজনের দূর গমনে সাধ্য হইবে না এবং পরিজন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অকর্ত্তব্য ৷ তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে লোক নিজ কুল ত্যাগ করিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে অতি দূরে পলায়ন করে সে স্বজনত্যাগী

পরলোক গত প্রায় হয় তাহার জীবনেই বা কি প্রয়োজন অতএব এই স্থানে হম্বীরদেব নামা রাজা দয়াবীর আছেন তাঁহার আশ্রয়ে থাকি এই পরামর্শ করিয়া যবন সেনাপতি রাজা হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ বিনাপরাধে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত যে প্রভু তাঁহার ত্রাসেতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম যদি আমাকে রক্ষা করিতে পারহ তবে আশ্বাস দান কর নতুবা এখানহইতে অন্যত্র গমন করি ৷ রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে যবন তুমি আমার শরণাগত আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যম ও পরাভব করিতে পারিবেন না যবনরাজ কোন তুচ্ছ হইবে অতএব এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করহ ৷ মহিমাসাহ রাজার অভয়বাক্যেতে রান্তম্ভুন নামে দুর্গেতে নিঃশঙ্ক হইয়া বাস করিতে লাগিল ৷৷

তদনন্তর যবনরাজ মহিমাসাহ ঐ দুর্গেতে আছে ইহা জানিয়া হম্বীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিরদিগের পাদাঘাতে পৃথিবীকে কম্পায়মানা করত এবং বাহনসমূহের কোলাহ লেতে দিক্স্থ লোক সকলকে বধির করত এক দিবসে তাবদ্বর্ম্মোল্লুণ্ঠন করিয়া হম্বীরদেব রাজার দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টির ন্যায় বাণ বর্ষণ করিলেন ৷ হম্বীরদেব রাজা গম্ভীর পরিখাযুক্ত চতুর্দ্দিক এবং নাগদন্ত সহিত প্রাচীরযুক্ত ও পতাকাতে শোভিত দ্বার সকল এই মত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শরবাসহ এমত ধনুর্গুনের শব্দপূর্ব্বক বাণ নিঃক্ষেপদ্বারা গগণমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন ৷ প্রথম

যুদ্ধের পর যবনরাজ রাজা হম্মীরদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত হম্মীরদেবের নিকটে গিয়া কহিল রাজন্ শ্রীযুক্ত যবনেশ্বর তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন যে আমার অপ্রিয় কার্য্যকারক মহিমাসাহকে ছাড়িয়া দেও যদি না দেও তবে আগামি প্রভাতে তোমার দুর্গ চূর্ণ করিয়া মহিমাসাহের সহিত তোমাকে যমালয় প্রস্থান করাইব। রাজা হম্মীদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে দূত আমি এ কথার উত্তর তোরে কি দিব তোর প্রভুকে খড়্গধারদ্বারা ইহার উত্তর দিব কেবল বাক্যেতে উত্তর করিব না শুন আমার শরণাগত লোককে যমও শত্রুভাবে দর্শন করিতে পারেন না যবনরাজ কি করিতে পারিবে। অনন্তর তিরস্কৃত দূত নিকটাগত হইলে যবনাধিপতি উষ্মান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল॥

পরে উভয় সৈন্যের সংগ্রামে কোন২ বীর সম্মুখ যুদ্ধ করিতেছে কেহ২ পলায়ন করিতেছে কেহ২ বা নষ্ট হইতেছে কোন২ যোদ্ধারা বৈরি সংহার করিতেছে। এতদ্রূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন সংগ্রাম হইল। যবনরাজ অর্দ্ধাবশিষ্ট সৈন্য হইয়া এবং দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নিজ নগরে গমনোদ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে রায়মল্ল এবং রায়পাল নামে হম্মীরদেব রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনেশ্বরের নিকটে গিয়া এক বাক্য হইয়া কহিল হে যবনাধীশ আপনি কোন স্থানে যাইবেন না আমারদের দুর্গে দুর্ভিক্ষোপস্থিতি হইয়াছে আমরা দুই জন দুর্গের তথ্য সম্বাদ জানি কল্য কিম্বা পরশ্ব তোমার দুর্গ

গ্রহণ যাহাতে হয় তাহা করিব ৷ যবনরাজ ইহা শুনিয়া ঐ দুই মন্ত্রীকে পুরস্কার করিয়া দুর্গ দ্বার রোধ করিল ৷৷

রাজা হম্মীরদেব অত্যন্ত বিপদ্ দেখিয়া আপনার সৈন্যগাকে কহিলেন অরে যাজদেশ সম্ভূত যোদ্ধা সকল আমি পরিমিত সৈন্য করাক প্রচুর সেনাযুক্ত যবনেশ্বরের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে অতএব তোমরা দুর্গহইতে দূরে যাও ৷ যোদ্ধারা নিবেদন করিল হে মহারাজ তুমি করাগ্রযুক্ত যবনানুরোধে যুদ্ধে আপনার মরণ স্বীকার করিতেছ আমরা তোমার জীবনানুগত সম্প্রতি এতাদৃশ উত্তম স্বামী যে তুমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কেন কাপুরুষের পথে গমন করিব এ অকর্ত্তব্য যবনরাজ অতি ক্ষুদ্র ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইব তাহাতেই আশ্রিতেরদিগের রক্ষা হইবে অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয় লোকের রক্ষার নিমিত্তে হউক ৷৷

পশ্চাৎ যবন সেনাপতি কহিল হে মহারাজ আমি বিদেশীয় এক সামান্য লোক আমার রক্ষার নিমিত্তে কেন স্ত্রী এবং পুত্র ও রাজ্য আর আত্ম প্রাণ নষ্ট করিয়া আমাকে ত্যাগ করহ ৷ হম্মীরদেব রাজা কহিলেন হে মহিমাসাহ তুমি আমাকে এ কথা কহিও না নশ্বর যে ভৌতিক শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি যশ লভ্য হয় তবে কোন জন তাহা ত্যাগ করিতে বাসনা করে যদি তুমি আমার কথা মান্য কর তবে তোমাকে নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে পারি ৷ যবন সেনাপতি উত্তর করিল যে আপনি আমাকে এ প্রকার আজ্ঞা করিবেন না আমি

সর্ব্বাগ্রে বিপক্ষের মস্তকে খড়্গ প্রহার করিব কিন্তু স্ত্রী লোকেরদিগকে দুর্গের বাহির করুন ৷ স্ত্রী সকল প্রত্যুত্তর করিলেন আমারদের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গ যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন আমরা তাঁহা ব্যতিরেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব যেমত লতা সকল বৃক্ষ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করে না সেই রূপ স্ত্রী লোক পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না সংসারের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীরদিগের প্রাণ স্বামীর জীবনানুগত হয় তন্নিমিত্তে আমরা বীরপত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে অগ্নি প্রবেশ তাহাই করিব যে হেতুক হম্মীরদেব রাজার পরার্থে প্রাণ ত্যাগ স্বীকৃত হইয়াছে এবং বীরগণের সংগ্রাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ যোষিদ্বর্গেরও অগ্নি প্রবেশ অভিমত হইয়াছে ৷৷

অনন্তর প্রভাতে উপস্থিত যুদ্ধে রাজা হম্মীরদেব সন্নাহযুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া উত্তম যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাক্রম করত দুর্গহইতে বহির্গমন করিলেন ৷ পরে খড়্গ প্রহারে বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্বসমূহকে নিপাত করিয়া এবং পদাতিরদিগকে সংহার করিয়া সেনাগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কবন্ধবর্গকে নৃত্য করাইলেন এবং রুধিরধারা প্রবাহেতে পৃথিবী ভূষিতা করিয়া এবং বাণেতে বিক্ষতশরীর হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে হস্তী পৃষ্ঠহইতে ভূমিতে পড়িলেন এবং শরীর ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্য মণ্ডলে লীন হইলেন ৷ সেই কালে পণ্ডিতেরা কহিলেন যে উত্তম প্রসাদ ও অনুপম গুণাবশীভূতা যুবতি স্ত্রী আর বহু সম্পত্তি সহিত রাজা ইহার এক বস্তুও কেহ ত্যাগ

করিতে পারে না রাজা হম্মীরদেব এই সকল সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে রণে পতিত হইলেন ॥

॥ ইতি দয়াবীর কথা সমাপ্তা ॥

---

## ॥ অথ সত্যবীর কথা ॥

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া মিথ্যাবাদী হইবেন কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ॥

পূর্ব্ব কালে হস্তিনানগরে মহামল্ল নামে এক যবন রাজা ছিলেন তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন করিয়া রাজ্য করেন ১ মহামল্লের ঐশ্বর্য্যাসহন শীল কাফররাজ সৈন্যসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া মহামল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার নিকটে গেলেন ১ যবনেশ্বর কাফররাজকে নিকটোপস্থিত জানিয়া বাহ্লীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ ২ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হইয়া নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন ১ তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফররাজের বলবান বীরগণকর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল ১ পশ্চাৎ যেমত সিংহ ভয়েতে হস্তীযূথ পলায়ন করে সেই প্রকার মরণ ভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন হে আমার যোদ্ধা সকল তোমারদের মধ্যে রাজা কিম্বা রাজপুত্র এমত কেহ নাহি যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন আমার সেনাগণকে নিজ

বাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে ৷ যবনস্বামির এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাটজাতি নরসিংহদেব নামা রাজকুমার এবং চোহান জাতি চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন হে স্বামিন্ নীচগামি সলিল প্রায় শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ তাহারদিগকে সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে যদি আপনি এক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিত কিম্বা চিত্তা শায়ী করি ৷ যবনাধিপতি কহিলেন তোমরাই সাধু তোমারদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে ৷৷

তাহারপর নরসিংহদেব সাহস স্ফুরিতবাহু হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফররাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন পরে নর সিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থিত কাফররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন ৷ কাফররাজ সেই অস্ত্র প্রহারেতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িলেন ৷ সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং মুক্ত জীবন সেই কাফররাজের মস্তক চ্ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন ৷ যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ মস্তক কাহার ৷ চাচিকদেব উত্তর করিলেন এ মস্তক কাফররাজের ৷ যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বীর কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন ৷ চাচিকদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ অনুপম পরাক্রম

এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফ্ররাজকে নষ্ট করিয়াছেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া কাফ্ররাজের শিরশ্ছেদন করিলাম। যবনস্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন নরসিংহদেব কোথায় আছেন। চাচিকদেব কহিলেন হে ভূপাল কাফ্ররাজের সন্নিধিবর্ত্তী এবং স্বামি সংহার জন্য কোপে কম্পিত কলেবর এমত বীরগণকর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না। সেই ক্ষণে যবনেশ্বর হত নায়ক এবং পলায়মান শত্রু সেনা সকলকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামি নিজ সেনাগণকে কহিলেন হে আমার যোদ্ধাগণ তোমরা কেন শত্রু সেনাগকে নষ্ট করিতেছ সম্প্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং কাফ্ররাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব তাঁহাকে আনিয়া দেও॥

পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া অনেক নারাচাস্ত্র প্রহারেতে ছিন্ন ভিন্ন শরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্র২ ধারাতে স্ফুটিত কিং শুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরসিংহদেব তুমি বাঁচিবা। নরসিংহদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ আমি যাহা করিয়াছি আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন। নরপতি প্রত্যুত্তর করিলেন চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার শত্রু বিনাশ করিয়াছ তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য জানিয়াছি। নরসিংহদেব

কহিলেন আমি যাঁহার হিতেচ্ছাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম যদি তিনি সে সকল জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল অতএব আমি দীর্ঘ জীবী হইব ৷ তদনন্তর যবনরাজ মল্লদেবের শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া এবং নানাপ্রকার ঔষধ সেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহকে অক্ষত শরীর করিলেন ৷৷

পরে যবনরাজ সহস্র২ উত্তমাশ্ব ও লক্ষ২ স্বর্ণ ও ছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন ৷ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবনরাজকে নিবেদন করিলেন হে রাজাধিরাজ যুদ্ধ করা রাজপুত্রেরদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম আমি কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ সম্মান করিলেন সে যে হউক যদি আমার পুরস্কার বিহিত হইল তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন তিনি সত্য প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়া আমার যশঃ প্রশংসা করিয়াছেন স্বীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাহি ইনি মারণচিহ্নরূপক শত্রু মস্তক আনিয়াও আমি বৈরি বিনাশ করিয়াছি ইহা কহেন নাহি তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য ৷ পরে চাচিকদেব কহিলেন হে রাজকুমার আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য নহে আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব ৷ তাহা শুনিয়া নরসিংহদেব কহিলেন হে সত্যবীর চাচিকদেব তুমি সাধু তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম

যে তুমি পণ্ডিত এবং সতীপুত্র ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয় ৷ তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন ৷৷

৷৷ ইতি সত্যবীর কথা সমাপ্তা ৷৷

---

৷৷ অথ শস্ত্রবিদ্যকথা ৷৷

শস্ত্র বিদ্যাহইতে শাস্ত্র বিদ্যা স্বাভাবিক ক্ষুদ্রা যে হেতুক শস্ত্রকরাক রাজ্ঞ রক্ষিত হইলে শাস্ত্র চিন্তার প্রবৃত্তি হয় ৷ যিনি সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া তাহার যথার্থবেত্তা হন তিনিই শাস্ত্রবিদ্যরূপে খ্যাত হন এবং অস্ত্রব্যাপারে অতি নিপুণ হইতে পারেন ৷ তাহার উদাহরণ ৷৷

ধারা নামে এক রাজধানী ছিল সেখানে বিবেকশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পুত্র নির্ব্বিবেক নামা বসতি করে সে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া এবং বিশিষ্টাচার হীন হইয়া ব্যাধগণের সহিত মৃগয়াতে আসক্ত হইল ৷ এক সময় সেই ব্রাহ্মণ মাতার অনুনয় বাক্যেতে মৃগয়ার নিমিত্তে বনে না গিয়া গৃহে থাকিল এবং সেই সময়ে এক দেবালয়ের গর্ত্ত মধ্যে শব্দ করিতেছে যে কপোত সকল তাহার দিগকে দেখিয়া চিন্তা করিল যে এই দেবমন্দিরের উপরে উঠিয়া পারাবত সকল পাড়িয়া আনি ৷ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কামুক লোক স্ত্রী ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুতেই সুখী হয় না এবং পিশুন

লোক খলতা ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না হিংস্রলোক হিংসা না করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না ॥

অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত লইবার নিমিত্তে দেবমন্দিরে উঠিয়া গর্ত্তে হাত দিয়া গর্ত্তস্থ সর্পকে করিয়া পারাবত জ্ঞানে আকর্ষণ করিল তাহাতে সেই আকৃষ্ট সর্প ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত বেষ্টন করিল ॥ তখন ঐ ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল যদি আমি সর্প ত্যাগ না করি তবে এক হস্তাবলম্বনে দেবালয়হইতে নামিতে পারি না যদি ত্যাগ করি তবে ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিবে সম্প্রতি কি করি এতদ্রূপ বিপত্তিগ্রস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল হে লোক সকল আমাকে রক্ষা কর ॥ গ্রন্থকারেরা কহিয়াছেন যে লোক আপনার দোষ গ্রহণ করে না এবং সর্ব্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয় সেই মনুষ্য ঐ ব্যসন জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্য কাতর হয় ॥ অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল ॥ এবং রাজা ভোজ ঐ সম্বাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেই স্থানে আগমন করিলেন কিন্তু সকল লোক উৎকণ্ঠা ও শীঘ্রতার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের প্রাণের কোনহ উপায় অবধারিত করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন ॥

রাজা ভোজ পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দেবমন্দিরের মস্তকে এক হস্তাবলম্বী এবং ভুজদ্বেতে বেষ্টিত দ্বিতীয় হস্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলকে কহিলেন হে মনুষ্য সকল তোমারদিগের মধ্যে

এমত কেহ আছে যে এই বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই রক্ষণেতে ব্রাহ্মণ উপদ্রবরহিত হইয়া অনায়াসে দেবমন্দির হইতে নীচে আসিতে শক্ত হয় এমত করিতে পারে তবে আমি তাহাকে অবশ্য এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব ৷ ভোজ রাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত জাতি সিংহল নামে এক পুরুষ ধনুর্বিদ্যাতে অতি কুশল সে কহিল হে নরেন্দ্র এই বিপ্রের রক্ষার নিমিত্তে বিস্তর প্রয়াস করিব না আমি অল্প প্রয়াসেতে বিপ্রকে নীচে আনিতেছি কিন্তু ব্রাহ্মণ ভুজঙ্গবেষ্টিত ঐ বাং২ আমাকে দর্শন করাউক তাহাতে বিপ্র ও সেই রূপ করিল ৷৷

পরে ঐ রাজপুত ধনুকেতে নারাচাস্ত্রযোগ করিয়া এবং ঐ অস্ত্র কর্ণমূলপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া ত্যাগ করিল এবং সর্পের মস্তক ছেদন করিল তাহাতে সর্পের শরীর ব্রাহ্মণের হস্তত্যাগ করিয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ৷ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগ ও স্ববশ হইয়া দেবালয়হইতে নামি লেন ৷ রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ রাজপুতকে স্বীকৃত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং উত্তম বস্ত্র ও নানালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ৷ কোন কবি তাহা দেখিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই ৷ যে সিংহল রাজপুত ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ এবং লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া ভূপালকর্ত্তৃক পূজিত হইল অতএব মনুষ্য সুশিক্ষিত অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে কি২ লাভ না করিতে পারে অর্থাৎ রাজ্য প্রভৃতি অনেক উত্তম বস্তু লাভ করিতে পারে ৷৷

৷৷ ইতি শস্ত্রবিদ্যকথা সমাপ্তা ৷৷

॥ অথ হাসবিদ্যকথা ॥

যে লোক অঙ্গের ও বাক্যের বিকৃতিদ্বারা ধনিরদিগকে হাস্যযুক্ত করে সেই পুরুষ সর্ব্বত্র হাসবিদ্যকরূপে খ্যাত হয় । তাহার উদাহরণ এই ॥

কাঞ্চীপুরীতে সুপ্রতাপ নামে এক রাজা থাকেন । সেই নগরীতে চারি চোর কোন ধনবানের ঘরে সিঁধ দিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া যখন ঘরের বাহিরে আইসে তখন নগর রক্ষকেরা সিঁধের দ্বারে ই সকল দ্রব্যের সহিত চোর সকলকে ধরিয়া নরপতির নিকটে উপস্থিত করিল । রাজা তাহারদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারদ্বারা তাহারদিগকে চোর অবধারিত করিয়া ঘাতুক পুরুষেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে এই চোরগণকে শূলে দিয়া নষ্ট করহ । দণ্ড নীতিশাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন যে শিষ্ট লোকের সমৃদ্ধনা ও দুষ্টলোকের দমন করা রাজার ধর্ম্ম । অনন্তর নরপতির আজ্ঞানুসারে ঘাতুক পুরুষেরা ঐ চোরগণকে নগরের বাহিরে লইয়া তাহারদের তিন জনকে শূলে দিয়া নষ্ট করিল । সেই সময়ে চতুর্থ চোর চিন্তা করিল যে মরণ নিকটোপস্থিত হইলে আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য হয় কিন্তু লোকের মৃত্যু হইলে সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হয় অপর কোনহ লোক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া এবং রাজদণ্ডে ম্রিয়মাণ হইয়া যদি আত্ম রক্ষার উপায় করিতে পারে তবে সেই ম্রিয়মাণ লোক যমের দ্বারহইতে ফিরিয়া আইসে অতএব আত্ম

রক্ষার কোন উপায় করি ৷ ইহা স্থির করিয়া কহিল ও ঘাতুক পুরুষ সকল তোমরা আমারদিগের তিন জনকে নষ্ট করিয়াছ কিন্তু আমাকে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পশ্চাৎ নষ্ট কর তাহার কারণ এই যে আমি এক উত্তম বিদ্যা জানি আমি পঞ্চত্ব পাইলে সেই বিদ্যার প্রচার থাকিবে না অতএব আমি সেই বিদ্যা রাজাকে শিক্ষা করাইব তাহারপর তোমরা আমাকে নষ্ট করিও তথাপি পৃথিবীতে সেই বিদ্যা থাকিবে ৷৷

ঘাতুকেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল ও চোর তুই অতি মূর্খ বধস্থানে আসিয়াও এখন বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছিস্ তুই নরাধম রাজা কেন তোর বিদ্যা গ্রহণ করিবেন ৷ চোর পুনশ্চ কহিল রে ঘাতুকেরা তোরা কি রাজার কার্য্য ক্ষতি করিবি যদি রাজা শুনেন তবে অবশ্য এই বিদ্যা গ্রহণ করিবেন বরং রাজা তোরদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিবেন ৷ ঘাতুকেরা চোরের কথাক্রমে রাজাকে ঐ বিদ্যার সম্বাদ কহিল ৷ রাজা তাহা শুনিয়া কৌতুকার্থে সেই চোরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে চোর তুই কি বিদ্যা জানিস্ ৷ চোর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ আমি সুবর্ণকৃষি বিদ্যা জানি ৷ রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এ বড় আশ্চর্য্য ৷ চোর নিবেদন করিল হে রাজাধিরাজ এক সর্ষপ পরিমিত সুবর্ণের বীজ করিয়া নিয়মমত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসেতে ঐ বীজ সুন্ধের ন্যায় অতি স্থূল হইবে তাহার বৃক্ষেতে এক পল পরিমিত স্বর্ণপুষ্প হইবে

মহারাজ আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন ৷ রাজা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন ও চোর ইহা সত্য ৷ চোর গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল যে মহারাজের সম্মুখে কে মিথ্যা কহিতে পারে যদি আমার কথার কিছু অন্যথা হয় তবে এক মাসের পর আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন এবং যদি সত্য হয় তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন ৷ রাজা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে কহিলেন যে তাহা কর ৷৷

অনন্তর চোর স্বর্ণকার দ্বারা সুবর্ণের সর্ষপ পরিমিত বীজ নির্ম্মাণ করিয়া রাজার অন্তঃপুর মধ্যে ক্রীড়াসরোবরের নিকটে ভূমি পরিষ্কার করিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ সকল প্রস্তুত হইয়াছে সম্প্রতি এই বীজ বপনকর্ত্তা কোন লোককে দিতে আজ্ঞা হউক ৷ রাজা কহিলেন তুই বীজ বপন কর ৷ চোর উত্তর করিল হে মহারাজ স্বর্ণ বীজ বুনিতে আমার অধিকার নাই যদি অধিকার থাকিত তবে এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখী হইতাম না যে লোক কখন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন তিনি এই বীজ বুনিতে পারেন অতএব মহারাজ এ বীজ বপন করুণ ৷ রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন যে আমি সন্যাসিরদিগকে দিবার নিমিত্তে পিতার নিকটহইতে কিছু ধন লইয়া সন্যাসিগাকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম কিছু আপনি লইয়াছিলাম এ কার্য্যও এক প্রকার চুরি হয় অতএব আমি বীজ বপন করিতে পারি না ৷ চোর ঐ কথা শুনিয়া কহিল তবে মন্ত্রী বপন করুণ ৷

মন্ত্রী কহিলেন আমি রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছি কি প্রকারে কহিব যে আমি কখন চুরি করি নাই ৷ পরে চোর কহিল তবে ধর্ম্মাধিকারী বীজ বপন করুণ ৷ পশ্চাৎ ধর্ম্মাধিকারী উত্তর করিলেন আমি বাল্যকালে মাতার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াছিলাম ॥

চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হা যদি আপনারা সকলেই চুরি করিয়াছেন তবে কেবল আমার প্রাণ দণ্ড কেন হয় ৷ সভাস্থ সকল লোক চোরের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ও চোর তোর প্রাণ দণ্ড হইবে না পরে মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন ও মন্ত্রিগণ এই চোর দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াও বুদ্ধিমান এবং হাস্য রসে প্রবীণ বটে অতএব আমার নিকটে থাকুক প্রসঙ্গ ক্রমে আমাকে সন্তুষ্ট করিবে ৷ রাজার আজ্ঞাতে চোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নরপতির নিকটে থাকিল ৷ সেই কালে সকল লোক বিবেচনা করিলেন যে সংসারের মধ্যে চোরহইতে অধম কেহ নাই সেই চোর হাস্যবিদ্যাতে আপনার মৃত্যু বারণ করিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইল অতএব হাস্য বিদ্যা অন্য২ উপবিদ্যাহইতে উত্তমা ॥

॥ ইতি হাস্যবিদ্যাকথা সমাপ্তা ॥

॥ সমাপ্তি ॥

THE

# TALES OF A PARROT.

## THE FIRST STORY.

*An Account of Maimūn's Birth, and of Khojestā's falling in Love.*

THERE was among the wealthy of ancient times a King styled Sultan Ahmed, who possessed great wealth and power, as well as a large army. A thousand horse, five hundred elephants, and nine hundred camels, together with their burdens, were wont to stand ready at his gate. But he had no child: and on this account was in the habit of going day and night, morning and evening, near devout people, and imploring by divine service the gift of a son. Shortly after, his Bountiful Creator granted him a most beautiful boy, whose countenance was bright as the sun, and whose forehead was lovely as the moon.

By the acquisition of such a son the heart of Sultan Ahmed was overjoyed, and being expanded like a rose, he invited the nobles, councillors, learned men, teachers, and religious poor who dwelt in the city, and bestowed on them costly dresses of honour, apparel, &c. When the boy had completed his seventh year, his father gave him in charge to a learned man for his education: and he in a very short time completed his studies in all the sciences of the Arabians and Persians. He acquired the forms of conversation, as well as the etiquette of rising up and sitting down, according to the court fashion: he in consequence was highly esteemed by the Prince and his courtiers.

Sultan Ahmed gave him the name of Maimun, and married him to a beautiful damsel, called Khojesta, who was resplendent as the sun in face, and lovely as

 the

the moon in person. A very strong attachment subsisted between the young Prince and his bride; they were always together, whether in amusement or pleasure, in eating or sleeping.

Maimun having one day ascended his palanquin, went to enjoy the sights of the bazar, where there was a man standing holding the cage of a Parrot in his hand. Maimun, on beholding him, inquired the price of the Parrot; the Parrot-seller replied, that the price of the Parrot was the sum of one thousand pagodas. Maimun, on hearing this, remarked, "that the person who should give such a price for a handful of feathers, and a mouthful for a cat, must indeed be either foolish, ignorant, or crazy." At that instant the Parrot reflected thus: "I shall be very unfortunate if this worthy nobleman does not purchase me, for there is an improvement of understanding by living in the company of sensible and well-bred people." The Parrot having made this reflexion, answered, "Listen, O beautiful, amiable, and wealthy youth! I am, indeed, but a handful of feathers, and a mouthful for a cat, in your sight: yet am I able to soar in the heavens by my intellect and knowledge; moreover, the eloquent are surprised by the sweet flow of my words; and I can predict to-day what will occur to-morrow. Here is the test of what I say: attend! Merchants will shortly arrive from the land of Cabool to purchase spikenard; if you therefore will buy up the whole of it, and store it in a house, you will gain a very large profit by the speculation." Maimun having attended to the whole of the Parrot's discourse, paid down the thousand pagodas, and took him home. Shortly afterwards Maimun called together the whole of the spikenard sellers, and inquired of them the price of the entire of their spikenard. The merchants demanded ten thousand pagodas for what they had; and Maimun that instant having paid for it out of his treasury, piled it up together in a storehouse.

The third day after, in conformity with the prediction of the Parrot, merchants arrived from Cabool, and sought every where for spikenard; but not having found a trace of it any where, they, on being directed by the merchants of the place, presented themselves before Maimun, and having purchased the spikenard for fifty thousand pagodas, returned to their own country.

Maimun was very much delighted to find the prediction of the Parrot turn out to be true; and, for the sake of dispelling the fear arising from the Parrot's being alone, he bought a Jay-bird, and put them in the same place: for the wise have said, "there is a fondness between those of the same kind, which is proved by this, that dove flies with dove, and hawk soars with hawk." On this account the Parrot and Jay-bird were mutually pleased by remaining together.

One day Maimun informed Khojesta, saying, "I am desirous of making a tour by water, and in foreign countries, for a short time; but till the period of my return, if any business shall occur, consult the Parrot and Jay-bird about it, and do not undertake any affair without their advice and consent." Maimun having in this way given some few instructions, went abroad. After the departure of Maimun, Khojesta became extremely grieved at heart by the separation of her best beloved; she neither slept at night, nor partook of food by day. The Parrot did his utmost to dispel the grief of Khojesta's heart, by daily reciting to her pleasing stories. In this manner the sixth month passed away.

One day after this, Khojesta having taken the bath, and having adorned her person, stood at the top of the palace enjoying the sights of the road from a small window. At this moment a young Prince, who was on his travels, arrived from another country in the city. On beholding the lovely countenance of Khojesta he became troubled in mind; and Khojesta, on casting her eye upon the Prince, was affected in the same way. Soon after this the young Prince sent a message in private to Khojesta by a female agent, saying, that if she would deign to visit his abode for a few hours, he would, in return for her condescension, present her with a ring worth one hundred thousand pagodas. At first Khojesta would not consent; but at length, overcome by the many wiles of the old woman, she agreed to pay him a visit, and sent a message to him, that it would not be possible for her to visit him in the day time, but that she would repair to the Prince's dwelling immediately after midnight. When it was night, Khojesta, having attired herself in an elegant dress, went to the Jay-bird, and having sat down in a chair, began to revolve in her mind, that as the Jay was a female like herself, she would therefore, when she heard the affair, permit her

her to go to the Prince. Having formed this opinion, she laid the whole of the circumstances before the Jay-bird. The latter, by way of salutary admonition, told her, that such an act as this was not to be committed by the female sex; as she would lose her reputation, and suffer shame from it. Khojesta was like one frantick from love, and being very much exasperated by the prohibition of the Jay-bird, she seized hold of its two legs very tightly, and dashed it with such violence on the ground, that life deserted its body, and the cage remained empty.

Khojesta still agitated by this fury, having come to the Parrot, made him acquainted with the state of her heart, and with the death of the Jay-bird. The wary Parrot considered in his mind, that if he should prohibit her in the same way as the Jay-bird had done, he would indubitably perish. Impressed with this fear, the Parrot says in very mild accents to Khojesta, "Listen, O Khojesta! The Jay-bird was a female: why therefore did you communicate any matter of consequence to her? This was inconsiderate, for the wise have declared, that most of the female sex are silly, and consequently it is improper to make known any important affair to them. Yet do not be dejected on this account, for as long as there is life in me, so long will I exert myself in your cause. But may God grant that your husband separate not himself from you on learning this intelligence; in that case, however, I will re-excite love, and reconcile you both, man and wife, with one another, in the same way as the Parrot of Ferrokh Beg effected a reconciliation between his master and his wife." Khojesta inquired of what nature was the story of Ferrokh Beg's Parrot; "tell me," says she, "all the particulars, and I shall be pleased with you."

The Parrot replied: "In a certain country there was a merchant called Ferrokh Beg, in whose house there was a very clever Parrot. It happened that the season at which the merchant went abroad was arrived; on this the merchant gave in charge all his valuables, and the whole of his goods and chattels to the Parrot; and then departed to travel through many countries, for the purposes of trade, and there remained for some time on business. But at home the merchant's wife having formed an intimacy with a young Mogul introduced him to her house every night, where he remained till morning.

The

The Parrot observed their conduct and heard their discourse, but conducted himself like one blind and deaf. A year and a half after the Merchant returned home, and enquired in detail from the Parrot the intelligence of the house. The Parrot related every thing that regarded the house, but did not mention a word of the bad conduct of the Merchant's wife with the son of the Mogul; because he knew not but that in the end a separation might take place between man and wife.

" About a fortnight afterwards, the Merchant having learnt the bad conduct of his wife with the young Mogul from the mouths of his neighbours, he became amazed; for such an evil deed could never remain concealed; and as the wise have recorded, no one can hide either musk or love, for a perfume issues from the musk, and love is revealed by words. On this the Merchant, becoming enraged with his wife, chastised her. The wife, turning the subject in her mind, concluded, that as the Parrot was acquainted with all the circumstances, he must consequently have revealed them to her husband. Conceiving, therefore, the Parrot her enemy, and finding an opportunity at midnight, she plucked out all his feathers, and flung him out of the house; and screaming out to the male and female servants, she told them that the cat had carried off the Parrot. The wife then judged in her own mind that the Parrot must have perished; but though he was very much hurt by the fall from the top to the bottom, still some life lingered in him. About an hour after his fall he recovered a little strength; and as there were many tombs in the place, he entered the recess of one of them, where he continued for several days. During the day he remained hungry, and at night-fall he would come out and pick up the fragments of the victuals left there by travellers who rested in that spot, and drink whatever water was caught in the hollow of the tomb. In the course of a few days the whole of the Parrot's feathers shot out, and he was able to flit and perch from one tomb to another, and to peck up grains of corn.

" On the morning after the night on which the Merchant's wife had flung out the Parrot, the Merchant, on getting out of bed, went to his Parrot's cage; but when he saw that the Parrot was not in it, he cried aloud, and threw himself

on the ground, and being extremely dejected, he abandoned food and sleep; and becoming highly enraged with his wife, and putting no more confidence in her, he by way of punishment turned her out of the house. His wife being without a home, reflected, that as her husband had put her forth from his house, the town's people, on seeing her, would upbraid her; she thought it better, therefore, that she should retire to the burial ground, which adjoined the house, and neither eating nor sleeping, that she should perish. Having determined on this, the Merchant's wife entered the burial ground, and remained for one day without food. However, when it was night, the Parrot came forth from the recess in the tomb, and called out, 'Oh, woman! listen! Shave off the hair of your head, and fast for four-and-twenty days among these graves, and afterwards, whatever sin you have committed in the whole course of your life, that having forgiven, I will reunite you both, man and wife.' The Merchant's wife, on hearing the voice, was amazed, and concluded that it was the grave of some true and holy worshipper of God, and that he, doubtlessly, having pardoned her transgression, would reconcile her and her husband with one another.

"The wife then remained many days in the burial ground; and one day the Parrot, having come out from the recess in the tomb, said, 'Attend, oh woman! You plucked out all my feathers, and put me to great torture: well, whatever was in my fate, that you have brought about; yet, as I have eaten a great deal of your salt,[1] I will for this reason requite you with good; and, besides, I am your lord's purchased Parrot, and you are, truly, my mistress. It was I who pronounced those words from the tomb, directing you to cut off your hair, and that I would then reconcile you with your husband. Moreover, keeping in view your bread and salt, I never mentioned a word of your evil practices to your husband. I truly affirm this; on the contrary, observe now, I am going this instant to your house, into the presence of your lord, and will effect a reconciliation by whatever means it can be accomplished.'

"The Parrot, on saying this, flew immediately to the Merchant's house, and having made an obeisance before him, pronounced this benediction: 'May there

[1] That is, I have long been maintained by you.

there be a prolongation of your honour's life, and an increase of your wealth.' The Merchant at first, not having recognised his Parrot, said, 'Who are you, and whence do you come?' A little after, having seen that it was his Parrot, he said, 'Oh, my Parrot! where have you been for so many days, and in whose house have you dwelt? Tell it me, and relate every thing likewise that has befallen you.' The Parrot replied: 'I am, indeed, that very same old Parrot of yours, whom the cat, having carried off from its cage, imprisoned in her belly.' The Merchant then enquired how he had survived. The Parrot made answer: 'You, without any offence, turned your wife out of doors, and she on quitting your house fasted for four-and-twenty days in the burial ground, and wept bitterly; in consequence, God, the creator of all things, having had extreme compassion on her, restored me to life, and said, 'You, O Parrot, have been an eye-witness in all this business, go therefore to the Merchant and reconcile man and wife with one another.' The Merchant, on hearing this, instantly mounted his horse and rode to his wife, to whom he said, 'Oh my best beloved! I have, without any offence on your part, caused you extreme affliction; I have not acted properly, and I am consequently much to blame, but do you pardon me and return home.' On this they returned home, and both man and wife lived afterwards in great pleasure and happiness together."

Maimun's Parrot having finished this story about the Parrot of the Merchant, said: "Oh, Khojesta, arise and go quickly to the Prince, by that means you will not break your promise. God grant that your lord may not hear this intelligence, but should he become in the least aware of it, I will then effect a reconciliation, in the same way as was done by Ferrokh Beg's Parrot."

Khojesta, being very much pleased by this promise, was on the point of setting out for the Prince's dwelling: just at that moment the morning dawned, and as Khojesta had been all night intent in listening to this story, she was sleepy, and retired to repose upon her bed.

## THE SECOND STORY.

*Of a certain Sentinel, who performed a noble Action towards the King of Tabristan.*

When the day had closed and the night drew on, Khojesta arose from a very costly bed and partook of refreshment, consisting of various delicacies; and having adorned her lovely countenance, and arrayed herself in cloth of gold and silver, she went to the Parrot to request permission to visit her lover.

The Parrot addressed her in these words: "Be in no wise distressed, but keep up your spirits; I am engaged upon your affairs, and I shall bring about an interview between you and the young Prince; but you must keep the affection you bear to your lover steadfastly fixed in your heart, just as the Sentinel, who having put his trust in the King of Tabristan, acquired great wealth. If you will in the same way confide in the Prince, there is no doubt of your possessing him." Khojesta, on hearing this, enquired of the Parrot the particulars of the story of the King of Tabristan.

The Parrot replied: "The sages of ancient times have recorded, that the King of Tabristan having adorned his court to resemble the celestial mansions, and having arranged a profusion of delicacies in proper order, he invited the princes, nobles, literati, and teachers, and made them partake of the feast he had prepared for their entertainment.

"During the feast, a foreigner suddenly presented himself in the assembly. On this the nobles enquired of him who he was, and whence he came, and the nature of his profession. The stranger replied: 'I am one perfectly master of the sword, skilful in seizing tigers, and versed in many other feats of hand; and am so adroit as to be able to pierce the hardest stone through and through with my arrow. I for some time took service under a nobleman named Khojender; but as he did not duly appreciate my merits, I quitted his service, on hearing of the renown of the King of Tabristan, and am come to offer him my services.' When the King of Tabristan heard this relation from the Sentinel,

he